পর্যবেক্ষণ

সংবাদ বিশ্লেষণ ● মানবিক স্বার্থভিত্তিক প্রতিবেদন ● সমস্যাকেন্দ্রিক সংবাদ কাহিনি

হলদিবাড়িতে এভাবেই যাত্রী পরিবহণ চলে। ছবি - প্রতিবেদক।

হলদিবাড়িতে ছোটো গাড়িগুলিতে চলছে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণ

দীপেন রায় ● হলদিবাড়ি

হলদিবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে দিনের পর দিন পরিবহণ দপ্তরের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছোটো ছোটো গাড়িগুলোতে বেড়েই চলেছে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণ। হলদিবাড়ি শহর হতে মানিকগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, হেমকুমারী, পারমেখলিগঞ্জ, নয়ারহাট, সিঙ্গারহাট, বেলতলি, নিলাহাটি এবং ঝাড়সিংহাসনমুখী বিভিন্ন রুটে প্রায় প্রতিনিয়ত গাড়ির ছাদে কিংবা পেছনে ঝুলে নিত্যযাত্রী সহ স্কুল পড়ুয়ারা প্রাণ হাতে বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত করছে। তার উপর এই সমস্ত গাড়িগুলোর অনিয়ন্ত্রিত গতি যে কোন সময়ই বড়োসড়ো কোনো দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। অথচ প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। হলদিবাড়ি পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়ে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণ চললেও তাদের পক্ষ হতে কোনো অভিযান চালানো হচ্ছে না। পুলিশ প্রশাসন দেখেও যেন না দেখার ভান করে এড়িয়ে যাচ্ছে নিজেদের দায়িত্ব। ইতিপূর্বে একাধিকবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে হলদিবাড়ির অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণের খবর প্রকাশিত হলেও পুলিশ প্রশাসন কিংবা কর্মকর্তাদের মধ্য হতে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণের উপর নজর পড়েনি কারুরই। এমনটাই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ছাত্র পরিষদের হলদিবাড়ির ব্লক কমিটির সভাপতি সঞ্জয় সাহা। হলদিবাড়ি নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র শুভময় রায়, বাপী রায়, মহম্মদ রুবেল, হলদিবাড়ির বিশিষ্ট নাগরিক মৃণালকান্তি সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণেশ্বর মৈত্র সহ হলদিবাড়ির বুদ্ধিজীবী মহল হলদিবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে দিন দিন বেড়ে যাওয়া অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণে ক্ষোভ প্রকাশ করে অনতিবিলম্বে তা বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে যাত্রীদের সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন রুটে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ দপ্তরের বাসচলাচলেরও দাবি জানান তারা। তাদের দাবি অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণ যে কোনো সময়ই প্রাণনাশক হয়ে দাঁড়াতে পারে। সময় অপেক্ষা জীবনের মূল্য অনেক বেশি। তাই নিত্যযাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই সচেতনতা কি সৃষ্টি হবে নিত্যযাত্রী, গাড়ির মালিকপক্ষের কিংবা পরিবহণ দপ্তরের কর্মকর্তাদের। নাকি চোখে পর্দা সেঁটে ধৃতরাষ্ট্র হয়ে বসে থাকবেন - এই সংশয় হলদিবাড়ির সকল স্তরের মানুষের। হলদিবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে দিনদিন বেড়ে যাওয়া অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণ সমস্যা সমাধানে জেলা প্রশাসন কি নতুন কোনো উদ্যোগ নেবেন, নাকি গড্ডালিকা প্রবাহের মতো একই পদ্ধতিতে চলতে থাকবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিত্যযাত্রা?

আইএসজিপি প্রকল্পে মালিগাঁওয়ের কাজ উল্লেখযোগ্য

আইএসজিপি প্রকল্পে কুশমণ্ডির মালিগাঁও পঞ্চায়েত এলাকার রামপুর ব্রিজ থেকে দোপিঠাপাড়ার চারশো মিটার ঢালাই রাস্তা। ছবি-প্রতিবেদক

সৌরভ রায় ● কুশমণ্ডি

আইএসজিপি প্রকল্পে কুশমণ্ডি ব্লকের মালিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ আর অন্য পঞ্চায়েতের কাজের থেকে কতটা ভালো তার হিসেব না করলেও বলা যায় কিছু কিছু কাজ ছাপিয়ে গেছে বেশ কিছু পঞ্চায়েতকে। উপকৃত হয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। মালিগাঁও পঞ্চায়েতের শেষ প্রান্ত কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত লাগোয়া টাঙ্গন নদীর পূর্ব পাড়ে ছোটো দামোদরপুর সংসদ। ওই সংসদের রামপুর সেতু থকে দোপিঠা পাড়ার সুধীর পোদ্দারের বাড়ি পর্যন্ত তৈরি হয়েছে ঢালাই রাস্তা বা কংক্রিট রোড। ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। মালিগাঁও পঞ্চায়েত প্রধান ফণীভূষণ সরকার জানান, দোপিঠা, রামপুরের কয়েক হাজার মানুষ দীর্ঘকাল ধরে এই দাবি করে আসছিল তাদের মাটির রাস্তা পাকা করে দেওয়া হোক। চারশো মিটার রাস্তা পাকা করে দেবার একমাত্র পথ ছিল আইএসজিপি (ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেনথনিং অফ গ্রাম পঞ্চায়েত) বাংলায় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকরণ কর্মসূচি। পঞ্চায়েত প্রধান আরও জানান যে, শুধু রামপুর দোপিঠার রাস্তাই নয় এর আগে দুর্গাপুর শিবির থেকে সরকার পাড়া পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা তৈরি হয়েছে। পঞ্চায়েত এলাকার মোট পনেরোটি সংসদে আইএসজিপি প্রকল্পের অর্থে দুটি করে মোট তিরিশটি মার্ক টু টিউবয়েল বসান হয়েছে। আরও পনেরোটি মার্ক টু টিউবয়েল বসানোর কাজ চলছে। আইএসজিপি সেলের দক্ষিণ দিনাজপুর-এর সঞ্চালক প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি জানান, নির্দিষ্ট চারটি শর্তপূরণ করতে পারলে পঞ্চায়েত এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারে। বাজেট ও পরিকল্পনা ৩১ জানুয়ারির মধ্যে পাঠাতে হবে। দ্বিতীয়ত, জিপিআরএস সিস্টেমে সমস্ত খরচ সংরক্ষণ করতে হবে। তৃতীয়ত, পঞ্চায়েতের প্রাপ্ত তহবিলের ৬০ শতাংশ খরচ হয়েছে তা দেখাতে হবে এবং সর্বোপরি অডিট রিপোর্টে যেন এ মার্ক থাকে। এই চারটে শর্ত পূরণ করলে আইএসজিপি প্রকল্পে অনায়াসে যুক্ত হতে পারে পঞ্চায়েতগুলি। প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি জানান, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মোট পঁয়ষট্টিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৩৯টি পঞ্চায়েতকে প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পের আওতায় আনাবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কিন্তু সাঁইত্রিশটি পঞ্চায়েত শর্তাবলি পূরণ করলেও পারেনি দুটি পঞ্চায়েত। তিনি জানান, এই প্রকল্পে পঞ্চায়েত পথবাতি, রাস্তা সংস্কার, নতুন রাস্তা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, শ্মশানঘাট, যাত্রী প্রতীক্ষালয়, জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট প্রদান (কম্পিউটারাইজ) করতে পারে। সেই সূত্র ধরে মালিগাঁও পঞ্চায়েত কাজ করে চলেছে। কুশমণ্ডি শহর দাঁড়িয়ে আছে কুশমণ্ডি ও আকচা পঞ্চায়েতকে ঘিরে। শহরে ড্রেন ও পথবাতির সমস্যা সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। আইএসজিপি প্রকল্পে কুশমণ্ডি ও আকচা পঞ্চায়েত যুক্ত হলেও শহরের পথবাতি ও জল নিষ্কাশনের কোনো পরিকল্পনা তারা কেন নেয়নি আশ্চর্যের এটাই। পরিসেবা প্রদান ও পরিকাঠামো উন্নয়ন যেখানে আইএসজিপি-র লক্ষ্য সেখানে সার্বিক উন্নয়নের আরও ছবি চোখে পড়া উচিত ছিল।

কিশোরীদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে শুরু হল ‘সবলা’ প্রকল্প

ভাস্কর শর্মা ● খগেনহাট

কিশোরী বালিকাদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজীব গান্ধি স্কিম (আরজিএসইএজি)-এ ‘সবলা’ নামে একটি নতুন প্রকল্প শুরু হল ফালাকাটা ব্লকে। এই প্রকল্পের পরিপূরক পুষ্টি প্রদান কর্মসূচির সূচনা করেন ফালাকাটার বিধায়ক অনিল অধিকারী। সঙ্গে এই প্রকল্পটি সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলাতেই ছড়িয়ে দিতে কিশোরীদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করে এর আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন নারী এবং শিশু বিকাশ ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বেচারাম মান্না। জানা গেছে, সারা ভারতের ২০০টি নির্বাচিত জেলায় পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে শিশু বিকাশ প্রকল্পের অধীনে এই প্রকল্পে ওই সকল জেলার সমস্ত ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সের কিশোরী মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের মালদা, পুরুলিয়া, নদীয়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং কলকাতা এই ৬টি জেলায় কিশোরী মেয়েদের মধ্যে সবলা প্রকল্প পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বয়সের কিশোরী মেয়েদের কথা মনে রেখে ১১ থেকে ১৪ এবং ১৪ থেকে ১৮ বছর এই দুটিভাগে ভাগ করা হয়েছে। বয়সের তারতম্যে বিভিন্ন চাহিদা এবং বয়সভিত্তিক নানা ক্ষেত্রে যেমন পরিবার, জনন এবং যৌন স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়ার লক্ষ্যে শ্রেণি বিভাগ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সবলা প্রকল্পে। এই প্রকল্পের অধীনে দুটি প্রধান অংশ আছে। পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয় এবং পুষ্টির বাইরে অন্য বিষয়। পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে ১১ থেকে ১৪ বছরের কিশোরী যারা বিদ্যালয়ে যায় না, তাদের ১৪ থেকে ১৮ বছরের কিশোরী সমস্ত মেয়েরা পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত। আর পুষ্টির বাইরে অন্য বিষয়, যারা বিদ্যালয়ে যায় না সেইসব ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সি কিশোরী মেয়েদের পুষ্টির ব্যবস্থা, পরিপূরক আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং রেফারেল পরিসেবা পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, শিশুর পরিচর্যা সম্পর্কে পরামর্শ ও নির্দেশ, জীবনশৈলীর শিক্ষা এবং সকল পরিসেবার সুযোগসুবিধা পাওয়ার কথা এই প্রকল্পে বলা হয়েছে।

সবলা প্রকল্পের একটি অনুষ্ঠানে কিশোরী মেয়েদের সঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না। ছবি ঃ প্রতিবেদক

সবলা প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের জেলা আধিকারিক দেবদাস বিশ্বাস বলেন, কিশোরী মেয়েদের নিজেদের উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন করা ও সবল করা, তাদের পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি করা এবং স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি, বয়ঃসন্ধিকালীন জনন এবং যৌনস্বাস্থ্য, পরিবার ও শিশুর পরিচর্যা নেওয়া সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়াই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া তিনি আরও বলেন, কিশোরী মেয়েদের বাড়ির কাজকর্ম, জীবনযাপন প্রণালী এবং বৃত্তিমূলক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে স্কুলছুট কিশোরী মেয়েদের প্রতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে মূল শিক্ষা স্রোতের অন্তর্ভুক্ত করা এবং বর্তমানে চালু পরিসেবা যেমন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পোস্ট অফিস, ব্যাংক, থানা ইত্যাদির কাজকর্ম সম্পর্কে জানানো ও পথ দেখানোই সবলা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বলে আইসিডিএস-এর ডিপিও দেবদাস বিশ্বাস জানিয়েছেন। যে কিশোরী মেয়েরা ১১-১৮ বছর বয়সি এবং বিদ্যালয়ে যায়, তাদেরকে বিদ্যালয় চলাকালীন মাসে দুবার পরিসেবা দিতে হবে এবং বিদ্যালয় ছুটি থাকলে মাসে চারবার স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিসেবা প্রদান করা হবে। এই পরিষেবাগুলি সিডিপিওর দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত কর্মী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ও বিভিন্ন নামকরা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি প্রদান করবে বলে জানা গেছে।

কিশোরী মেয়েদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে রাজীব গান্ধি প্রকল্প সবলা সম্পর্কে ফালাকাটা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিক হরেকৃষ্ণ রায় বলেন, সারা ভারতের ২০০টি নির্বাচিত জেলার মধ্যে ফালাকাটা ব্লকেও পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে এই প্রকল্পের কাজ চলছে। ব্লকে ১১-১৪ এবং ১৪-১৮ বছর বয়সি প্রায় ১৮১৫১ জন কিশোরী মেয়েদের এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই মাইক্রোন্যুচিয়েরট ফোর্টিফাইড এনার্জি খাদ্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কিশোরী মেয়েদের খাওয়ানো হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহের শনিবার করে এই পুষ্টিকর খাদ্য কিশোরী মেয়েদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে সিডিপিও হরেকৃষ্ণ রায় জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, কিশোরী মেয়েরা যাতে রক্তাল্পতা এবং ক্রিমি রোগে না ভোগে তার জন্য দপ্তর থেকে আয়রন ট্যাবলেট ও ক্রিমির ট্যাবলেট বছরে দুবার বিলি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবলা প্রকল্পটি সম্পর্কে ফালাকাটা সংযোগ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি মধু সূত্রধর বলেন, কিশোরী মেয়েদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে রাজীব গান্ধি প্রকল্প সবলা-হল এমন একটি প্রকল্প যাতে কিশোরী মেয়েদের ভবিষ্যতে সর্বাঙ্গীন বিকাশের কথা বলা হয়েছে। এই প্রকল্পে কিশোরী মেয়েদের স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি, বয়ঃসন্ধিকালীন জনন এবং যৌনস্বাস্থ্য, পরিবার ও শিশুর পরিচর্যার কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সি মেয়েদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথাও বলা হয়েছে। যাতে ভবিষ্যতে একটি কিশোরী মেয়ে পূর্ণবয়স্কা হয়ে ওই স্বাস্থ্যবিধি ঠিক রেখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। সারা ভারতবর্ষেই এই প্রকল্পটি ভবিষ্যতে একটি ইতিহাস তৈরি করবে বলেই বিশ্বাস করেন মধু সূত্রধর।

সবলা প্রকল্পে পরিপূরক পুষ্টি প্রদান কর্মসূচি রূপায়ণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতি স্বাস্থ্যদপ্তর, শিক্ষা ও যুব কল্যাণ দপ্তর এবং শ্রম বিভাগ। ‘সবলা’ - ‘এক নতুন সকালের লক্ষ্যে’ — এই স্লোগানকে সামনে রেখেই সারা ভারতবর্ষের এই ২০০টি জেলায় পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে এর কাজ চলছে বলে সিডিপিও হরেকৃষ্ণ রায় জানিয়েছেন। ব্লকের প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকেই এই প্রকল্পের সুবিধাগুলি পাবে কিশোরী মেয়েরা। এই প্রকল্পের সুবিধাগুলি সমস্ত স্তরের কিশোরী মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কিশোরী মেয়েদের মধ্যেই ২ জন করে সহেলি তৈরি করা হচ্ছে। যাতে পুষ্টি প্রদান কর্মসূচিটি আরও সঠিক এবং দৃঢ়ভাবে ভবিষ্যতে এক নতুন দিশান্ত তৈরি করতে পারে বলে সিডিপিও হরেকৃষ্ণ রায় জানিয়েছেন।

সবলা প্রকল্পে কিশোরী মেয়েরা যেসব পরিসেবা পাবে এবং তাদের যারা পরিসেবা দেবেন তা নিম্নরূপ ঃ

পরিসেবা ঃ

- পুষ্টির জন্য ৫ টাকা প্রতিদিন (৬০০ ক্যালোরি এবং ১৮-২০ গ্রাম প্রোটিন)
- পরিপূরক আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট
- স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং রেফারেল পরিসেবা
- পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা
- পরিবার কল্যাণ /ARSH, শিশু পরিচর্যা এবং গৃহ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শ/নির্দেশ
- জীবনশৈলী শিক্ষা, জনপরিসেবার সুযোগ নেওয়া (এছাড়াও মূলস্রোতে থেকে প্রথাগত /প্রথাগত নয় এমন শিক্ষা পাওয়া)
- বৃত্তিমূলক শিক্ষা (১৬ বছর বা তার বেশি বয়সি মেয়েদের জন্য) অন্য মন্ত্রকে/দপ্তরে যে সকল পরিকাঠামো আছে ঃNSDP

পরিসেবা যাঁরা দেবেন ঃ

- অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী / অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা/পিয়ার লিডার
- ANM/অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী/স্বাস্থ্য পরিসেবা
- ANM/ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী/ ডাক্তার
- অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী/ ANM/ আশা / MNGO
- MNGO/ANM/জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন/অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী
- MNGO/ শিক্ষা ব্যবস্থা / যুব বিষয়ক / অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী / সুপারভাইজর
- NSDP-র সাহায্যে শ্রমমন্ত্রক, সুপারভাইজর, CDPO-র সমন্বয়ে

২৪ বছরে পা দিল কিশনগঞ্জ জেলা

আজও বিভিন্ন দপ্তরে কর্মী সংকট মিটল না

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ ঃ ১৪ জানুয়ারি কিশনগঞ্জ জেলা ২৩টি বসন্ত পার করে ২৪ বছরে পড়ল। ১৯৯০ সালের ১৪ জানুয়ারি অবিভক্ত পূর্ণিয়া জেলার গর্ভ থেকে কিশনগঞ্জ জেলার জন্ম হয়। আর এই সময় মকর সংক্রান্তির দিন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ জগন্নাথ মিশ্র ঐতিহাসিক রুইধাসা ময়দানে নতুন জেলার উদ্‌ঘাটন করেন। আবার নথিপত্র বলে কিশনগঞ্জের তৎকালীন কংগ্রেসের সাংসদ ও সাংবাদিক এম জে আকবরের প্রচেষ্টায় এই জেলার জন্ম।

জন্মলগ্ন থেকেই এই জেলা আধিকারিক ও কর্মীর স্বল্পতার সমস্যায় ভুগছে। আজও জেলার কোনও মাইনিং অফিসার নেই। এই জেলার খনন আধিকারিকের দায়িত্ব আজও পূর্ণিয়া জেলার মাইনিং অফিসার বহন করে চলেছে। আবার জেলা ভূমিরাজস্ব আধিকারিক না থাকায় যে কোনও বরিষ্ঠ এডিএম-কে এই দপ্তরের ভার নিজের দপ্তরের সঙ্গে জেলার জন্মলগ্ন থেকেই নিতে হচ্ছে। এছাড়া জেলার উপনির্বাচন আধিকারিকের পদ খালি থাকায় অন্য আধিকারিককে উক্ত দপ্তরের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। বর্তমানে জেলা পঞ্চায়েতিরাজ আধিকারিক কলিমুদ্দিন জেলার উপনির্বাচন আধিকারিকের দায়িত্বে আছেন। জেলা কল্যাণ আধিকারিকের দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক মনব্বর আঞ্জুম।

জেলার জনসম্পর্ক ও তথ্য আধিকারিক, কোশাগার আধিকারিক বা ট্রেজারি অফিসার, ডেপুটি শারীরিক শিক্ষা আধিকারিকদের দায়িত্বভার জেলার অন্য আধিকারিকদের নিতে হয়েছে। আবার দ্বিতল ব্যাংক ব্লকের সিও-র পদ খালি থাকায় বিডিও-কে অতিরিক্তভাবে এই পদের দায়িত্ব নিতে হয়েছে।

এছাড়া জেলার বিভিন্ন দপ্তরে প্রয়োজনের তুলনায় কর্মীর সংখ্যা কম।

অবশেষে মেজবিল-গুদামটারির সুরক্ষা বাঁধ তৈরি হচ্ছে

সুভাষ বর্মন ● শালকুমারহাট

দীর্ঘ ৪-৫ বছরের অপেক্ষার অবসান। অবশেষে মেজবিল গুদামটারি এলাকায় সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হল শুক্রবার। প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাজটি ১০০ দিনের প্রকল্পে শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যার কবল থেকে সমাধানের পথ খুঁজে পেয়ে দারুণ খুশি গুদামটারির সর্বস্তরের বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে এর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। এদিকে, একশো দিনের কাজ পেয়ে খুশি গ্রামের জবকার্ডধারী শ্রমিকরাও। তাই ঘন কুয়াশা ও ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেও জোরকদমে চলছে নালা সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণের কাজ। গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সচিব গোপাল সরকার বলেছেন, এটা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। এবার তা পূরণ হতে চলায় আমরা সবাই খুশি। ৬জন সুপারভাইজারকে দিয়ে কাজটি করানো হচ্ছে। কাজের দেখভাল করছেন গ্রাম উন্নয়ন কমিটির দুই অন্যতম সদস্য মানিকলাল রায় ও সুরেন্দ্রনাথ বর্মন। এই প্রকল্পের কাজটি পাইয়ে দিতে সহযোগিতা করেন গ্রাম পঞ্চায়েতের টেকনিক্যাল পার্সন শুভাশিস সাহা। তার প্রতি কৃতজ্ঞ গ্রামবাসীরা।

জানা গেছে, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের পশ্চিম রেঞ্জের অধীন ব্যাংডাকি ফরেস্ট থেকে একটি সরু নালা বা ক্যানেল প্রাকৃতিকভাবেই উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বয়ে চলছে। এই নালাটি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মেজবিল গুদামটারির পাশ দিয়ে দক্ষিণে গিয়ে আবার তোর্ষার জলে মিশেছে। সারাবছরই মোটামোটি নালায় জল থাকে। তবে, বর্ষাকালে

মেজবিল-গুদামটারি সুরক্ষাবাঁধ নির্মাণ চলছে। ছবি ঃ প্রতিবেদক

অল্প জলেই নালাটি প্লাবিত হয়। সেই প্লাবনের ধাক্কা গিয়ে লাগে গুদামটারি এলাকায়। গুদামটারি যাবার মেঠো পথের পাশ দিয়েই নালার জল বয়ে চলছে। ফলে অতীতের বেশ কয়েকটি বন্যায় নালার জল প্লাবিত হয়ে সেই মেঠো রাস্তায় আঘাত হানে।

এভাবে ওই নালা ক্রমশ গুদামটারির দিকে ধেয়ে আসতে থাকলে অনেকের জমি নালাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। জানা গেছে, গুদামটারি এলাকাটি আদিবাসী, মেচ, গাঢ় জনজাতি অধ্যুষিত। এই পর্যন্ত এলাকার বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য বান্দিরাম ওরাওঁ এর তিন বিঘা জমি নালা গর্ভে চলে গেছে। এছাড়াও বিজয় মারাক, রাজেন্দ্র নার্জিনারি, পতি ওরাওঁ, মঙ্গল ওরাওঁ, জিরগা ওরাওঁ, মোদি সাংমা প্রমুখের আবাদি জমিও নালাগর্ভে চলে গছে। শুধু তাই নয় তাদের এই ভয়ংকর পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজেন্দ্র নার্জিনারি জানালেন, অনেক বাঁশঝাড়, রাস্তা ও পার্শ্ববর্তী গুদামটারি হিন্দি ট্রাইবেল প্রাইমারি স্কুলও সমস্যার মুখে। সেই কারণে আমরা দীর্ঘ ৪-৫ বছর থেকে এই নালায় সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছিলাম। এবার তা পূরণ হতে চলায় ভালো লাগছে।

এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্বকাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পারপাতলাখাওয়া গ্রাম উন্নয়ন কমিটির (পার্ট নং-১৩/১৬২) সচিব গোপাল সরকার, অন্যতম সদস্য সুজিত সরকার, বাবুলাম সরকার প্রমুখ জানালেন, দীর্ঘকাল ধরে প্রতিবছরই প্রতিটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভায় এই সুরক্ষা বাঁধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। কিন্তু এতদিন গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্লক প্রশাসন গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সেই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উদাসীন ছিল। অবশেষে আমরা জোরালো দাবি সহ সমস্যার কথা বারবার তুলে ধরলে প্রশাসনের তরফ থেকে কাজের সবুজ সংকেত পাওয়া যায়।

পুরো প্রকল্পের বিষয়ে জানা গেছে, ১০ জানুয়ারি প্রশাসনের তরফ থেকে প্রকল্পের কাজের ওয়ার্ক অর্ডার ঘোষিত হয়। প্রকল্পের নাম - বান্দিরাম ওরাওঁয়ের ঘাট থেকে মানি ওরাওঁয়ের ঘাট পর্যন্ত সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণ। একশো দিনের কাজের এই প্রকল্পের মোট অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৮৪ টাকা। প্রতিদিন মোট ১৫৫ জন শ্রমিক কাজ পাবে। মোট শ্রম দিবস ধরা হয়েছে ৩ হাজার ২৯৬টি। সুপারভাইজার মোট ৬ জন। তাঁরা হলেন ধীরেন চক্রবর্তী, পার্থ সরকার, দ্বিগেন সাংমা, রাজকুমার সরকার, মনোরঞ্জন রায় ও সতীশ বর্মন, শুক্রবার থেকেই মাটির এই সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

তবে, এবার কাজটির অনুমোদনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও অনসূয়া দত্তবণিক। গ্রামবাসীরা জয়েন্ট বিডিও-র ভূমিকার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণ করলেন। তারা জানালেন, এই কাজটির ব্যাপারে জয়েন্ট বিডিও ম্যাডাম গত ৮ জানুয়ারি এলাকা পরিদর্শনে আসেন। তিনি পরিদর্শন করে সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে যান। তার একদিন পরেই অর্থাৎ ১০ জানুয়ারি প্রকল্পের ওয়ার্কঅর্ডার দেওয়া হয়। তাই জয়েন্ট বিডিও-র এই ভূমিকায় খুশি গুদামটারির বাসিন্দা। তারা বলেছেন, এবার হয়তো এই সুরক্ষা বাঁধ তৈরি হলে তাদের জায়গা-জমি নালার আগ্রাসের কবল থেকে রক্ষা পাবে। সেই সঙ্গে তাদের এই একটা সমস্যারও সমাধান হবে।